এই পথ চলা

শুজা রশীদ

৬ – বউ পলাতক

ক'দিন ধরে অফিসে কাজ কর্ম কম। বছরের শেষ দিকে এটাই স্বাভাবিক। যাদের ছুটি পাওনা তাদের ছুটি নিয়ে নিত হয়। বড় বড় প্রজেক্ট সাধারণত নতুন বছরের জন্য রেখে দেয়া হয়। আমাদের ছোট টিম। মাত্র জনা চারেক মেম্বার। লাঞ্চের সময় আমরা মাঝে মাঝে ডেস্কে বসে লাঞ্চ করি সবাই। আড্ডা জমে যায়। এই রকম এক আড্ডার সময় কথাচ্ছলে উঠে পড়ল বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ। আমি বাংলাদেশের, সহকর্মীদের তিন জনই ভারতীয় – জন, বিদ্যা এবং উদয়। তিনজনই দক্ষিণ ভারতের। জন এবং বিদ্যা দু' জনাই বিবাহিত, দু' টি করে বাচ্চা। উদয় ডিসেম্বরে বিয়ে করতে যাবে। তার বিয়ে নিয়েই আলাপ শুরু হয়েছিল। চাকরী নিয়ে কানাডা এসেছিল বছর চারেক আগে। পার্মানেন্ট রেসিডেন্সী হয়েছে। বিয়ে করার জন্য বাবা মা চাপ দিচ্ছিল। ক'দিন আগে গিয়ে অনেক মেয়ে টেয়ে দেখে একজনকে নাকি মনে ধরেছে। তার সাথেই গিট্টু ফাইনাল করবার জন্য যাবে। ছুটি ফুটি নেয়া সারা কিন্তু বিয়ের ব্যাবস্থা কিভাবে কি হবে কিছুই এখনও জানে না। দেশে গিয়ে ঠিক করবে। মায়ের ক্যানসার। অসুস্থ থাকায় খুব বেশী কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। উদয় একটু চিন্তিত। বিয়েতে তার অনেক খরচ হয়ে যাবে যেহেতু সারা শহরের অর্ধেক মানুষকে দাওয়াত না দিলে চলবে না। তারা সবাই কোন না কোন ভাবে হয় বন্ধু নয় আত্মীয়। হাজার খানেক অতিথি হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

খুব একটা অবাক হলাম না। বাংলাদেশেও বিরাট বিরাট বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা শুনেছি। জাক জমক করে বিয়ে দিতে পারাটা একটা ইজ্জতের ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে মানুষজন প্রতিযোগীতায় নামে, কে কার চেয়ে বেশী খরচ করেছে তাই নিয়ে গর্ব করে।

আলাপের এক পর্যায়ে আমি বললাম, "টরন্টোতেও কিন্তু এখন বিরাট বিরাট বিয়ে হয়। আমি তো এক বিয়েতে গিয়ে থ' মেরে গেলাম। কম করে হলেও পাঁচ ছয় শ' গেস্ট তো হবেই। একেবারে রাজপ্রাসাদের মত ব্যানকুয়েট হল। খোদাই মালুম কত খরচ হয়েছিল।"

উদয় বলল, "ভারতেও এখন অনেক খরচ হয়। আমি বিয়ে করেই ফতুর হয়ে যাব।"

বিদ্যা বলল, "ফতুর হলে অসুবিধা নেই। কিন্তু টাকাও গেল বউও গেল, সেই অবস্থায় যেন না পড়।"

তার কথা শূনে আমাদের সবারই একটু কৌতূহল হল। "ঘটনা কি? হঠাৎ এই কথা কেন বললে?"

বিদ্যা মুচকি হাসল। "আমার এক ভাইয়ের ঠিক সেটাই হয়েছে। সেই কাহিনী যদি শোন বিশ্বাস করতে পারবে না।"

এই জাতীয় কথার পর সেই গল্প না শূনে ঐ বৈঠক থেকে উঠবার প্রশ্নই ওঠে না। বিদ্যা গল্প বলতে পছন্দ করে। তার ইংরেজীও ভালো। ছোটবেলায় কনভেন্ট স্কুলে পড়াশূনা করেছে। সে যে কাহিণী বলল, তা এইরকমঃ

তার দুঃসম্পর্কের ভাই প্রভাকরের বয়েস মাত্র সাতাশ। সে পড়াশুনায় অসম্ভব ভালো। সব সময় ক্লাশে সেরা ছিল। ডাক্তারী পড়েছে, সার্জেন্ট হয়েছে। ভালো চাকরী পেয়েছে। তার গায়ের রঙ একটু শ্যামলা হলেও সে লম্বা চওড়া। তার জন্য যখন মেয়ে দেখা শূরু হল তখন চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। শুধু যে প্রভাকর যোগ্য পাত্র তাই নয় তার পরিবারও খুবই ধনবান। এলাকায় তাদেরকে সবাই এক নামে চেনে। এমন পরিবারে বিয়ে হওয়াটা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

কয়েক শ' মেয়ে দেখার পর প্রভাকরের নজর পড়ল এক সুন্দরী IT Consultant এর উপর। তেইশ বছরের আরতি পড়াশূনা শেষ করে কিছুদিন হল কাজে ঢুকেছে। তার উচ্চতা, ফিগার, বর্ণ, কথা বার্তা সব মিলিয়ে একেবারে সোনায় সোহাগা। আরতির বাবা পুলিশ অফিসার। খুব কড়া মানুষ। ছেলেমেয়েদেরকে মানুষ করেছেন কঠিন হাতে। উলটা পালটা করার কোন উপায় নেই।

আরতিদের বাসায় প্রস্তাব পাঠাতে আরতির বাবা ছেলে এবং মেয়েকে পরস্পরকে জানা শোনার সুযোগ দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। তার শিক্ষিতা মেয়েকে তিনি জোর করে কারো সাথে বিয়ে দেবেন না তা সেই ছেলে যত বড় সার্জেন্টই হোক আর তার পরিবার যত ধনবানই হোক। প্রভাকরের বাবা মা ধনবান হলেও খুবই অমায়িক, মাটির মানুষ। ছেলের জন্য একটি ভালো মেয়েকে ঘরের বউ করে আনাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলেমেয়ে পরস্পরকে পছন্দ করে যদি বিয়েতে সম্মত হয় তাহলেই বিয়ে হবে।

প্রভাকর কয়েক দিনেই আরতির প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল। দামী দামী উপহার কিনে সে আরতিকে দেয়। আরতিও মনে হল এই মনযোগ খুবই উপভোগ করছে কারণ সে সব উপহারই হাসি মুখে গ্রহণ করে। তারা দু'জনে প্রায়ই এদিক সেদিক বেড়াতে যায়। দেখে

মনে হয় তারা যেন পরস্পরের জন্যই অপেক্ষা করছিল। মাস দুয়েক মেলামেশার পর আরতি বিয়েতে মত দিল। প্রভাকর তো প্রথম দেখার পরই এক পায়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল।

যথা সময়ে মহা ধুমধামে বিয়ে হল। এতো বড় বিয়ে নাকি সেই এলাকার মানুষ আগে কখনও দেখেনি। কত মানুষকে নেমন্ত্রণ করা হয়েছিল তার হিসাব নেই। বধুকে সোনার গহনায় একেবারে আবৃত করে দেয়া হল। ডজন খানেকের উপর শাড়িই দেয়া হল, একেকটা লাখ টাকার উপর দাম। হিরের নেকলেস, বিশাল পাঁচ ক্যারেটের হিরের বিয়ের আংটি, এমনই আরোও তাবৎ বস্তু। শুনলেও যে কোন মেয়ের জিভ দিয়ে লালা বের হবে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে আরতিকে দেখে মনে হল সে খুবই খুশী। সবার সাথে হেসে খেলে কথা বার্তা বলল, কোমর দুলিয়ে নাচল, বরের সাথে হাসাহাসি করল – একেবারে ষোল আনা পূর্ণ। সবাই খুশী। প্রভাকর আনন্দে বত্রিশ পাটি দাঁত সেই যে বের করেছিল আর বন্ধ করে নি। তার পিতা মাতাও অসম্ভব খুশী। ছেলের আনন্দেই তাদের আনন্দ। বউও সুন্দরী, শিক্ষিতা। আর কি চাই? তিন দিন ধরে চলল বিয়ে অনুষ্ঠান। বিয়ের পর ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়ায় গিয়ে এক সপ্তাহ মহা আড়ম্বরে হানিমুন করে এলো ওরা। প্রভাকর হাজার হাজার ছবিতে ফেসবুক ভরিয়ে ফেলল।

হানিমুন থেকে ফিরবার দুই দিন পরেই আরতি সকলের অজান্তে শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে তার বাবার বাড়ীতে আশ্রয় নিল। কোন অবস্থাতেই সে আর তার স্বামীর কাছে ফিরবে না। প্রভাকরের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। সে কল্পনাতেও ভাবেনি এমন কিছু একটা হতে পারে। সে পাগলের মত হয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করল আরতির সাথে কথা বলার, দেখা করার। কিন্তু আরতি ফোন করলে ধরে না, তার বাসায় গেলে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে, তার বাবা মা জোর করার চেষ্টা করায় শাষিয়ে দিল সে প্রয়োজন হলে আত্মহত্যা করবে কিন্তু কোন অবস্থাতেই প্রভাকরের কাছে ফিরে যাবে না। প্রভাকরের কাছে মনে হল সে যেন এক শ' মাইল বেগে গাড়ী চালিয়ে একটা দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়েছে। হানিমুনেও এমন কিছুই হয় নি যে জন্য আরতি এই ধরণের অদ্ভুত ব্যবহার করতে পারে।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চেষ্টা করেও আর আরতির সাথে দেখা কিংবা কথা বলার কোন সুযোগই সে পেল না। আরতি কিছুদিন বাদে ডিভোর্সের জন্য আবেদন করল। কারণ বাবদ সে দেখাল সে নিজে ধব ধবা ফরসা আর প্রভাকর ঘটোৎকোচের মত কালো। দেখলেই তার কেমন যেন লাগে। উকিলের মারফত মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা হল। সেখানে আরতি এলো সর্বাঙ্গ বোরখায় ঢেকে, এমনকি মুখও। সেখানেও সে প্রভাকরের কোন প্রশ্নের উত্তর দিল না শুধু এক কথাই পুনরাবৃত্তি করল, প্রভাকর যেন তাকে ভুলে

গিয়ে আবার বিয়ে করে। সে তাকে বিয়ের সময় দেয়া সব সোনা দানা ফেরত দিতে চাইল কিন্তু প্রভাকরের পরিবার গহনার চেয়ে তাকে ফেরত পেতেই বেশী আগ্রহী। প্রভাকরের মা কোন গহনাই ফেরত নিতে প্রস্তুত নন। তিনি বললেন ওগুলো যার জন্য কেনা হয়েছিল তার কাছেই থাকুক। শুধু আরতি ফিরে আসুক। আরতি ফিরে এলো না। সেই যে সে প্রভাকরের বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারপর তার মুখ আর ঐ পরিবারের কেউ দেখে নি।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ তখনও সম্পূর্ণ হয় নি। হিন্দু আইন অনুযায়ী ছয় মাসের আগে বিবাহ বিচ্ছেদ হতে পারবে না। যদি উভয় পক্ষই রাজী থাকে একমাত্র তাহলে আরও দ্রুত করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে প্রভাকর বলেই দিয়েছে মৃত্যুও ভালো কিন্তু সে স্বেচ্ছায় আরতিকে ডিভোর্স দিতে পারবে না। কিন্তু ছয় মাস পুর্তি হতেও আর খুব বেশী বাকী নেই।

এই পর্যায়ে এসে বিদ্যা থমে গেল। আমি হা হা করে উঠলাম। "তারপর?"

বিদ্যা শ্রাগ করল। "আর কি? ছয় মাস পুরলেই বিয়ে ভেঙে যাবে।"

"কিন্তু আরতি এইরকম কেন করল?"

বিদ্যা একটু ভেবে বলল, "এটা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছে। আরতি যেহেতু কাউকে কিছু বলে নি সুতরাং হলফ করে কিছু বলার উপায় নেই। কিন্তু প্রভাকরের বাসার অনেকেই বলেছে বিয়ের পর থেকেই আরতি নাকি সারাক্ষণ কার সাথে ফোনে চ্যাট করত। পরে তারা খবর নিয়ে দেখেছে ইউনিভার্সিটিতে থাকতে তার ঘনিষ্ট একজন বন্ধু ছিল। কিন্তু সেই বন্ধু সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু একটা কেউ জানতে পারে নি। কিন্তু কেউ কেউ বলে আরতির বোধহয় সেই ছেলেটির সাথেই প্রেম ছিল। তার বাবা মায়ের অমতের কারণে সে আগে তাকে বিয়ে করতে পারে নি। হয়ত ছেলেটির অন্য কোন অসুবিধাও ছিল। গত কয়েক মাসে সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এখন সে হয়ত আরতিকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। সেই কারণেই আরতি সব ছেড়ে ছুড়ে চলে গেছে এবং ডিভোর্স হবার পর তার সাথেই গিয়ে ঘর বাঁধবে। কিন্তু এই সবই ধারণা। কারো কাছে এখন পর্যন্ত কোন প্রমাণ নেই।"

জন বলল, "আরে, ঐটাই হয়েছে। প্রভাকরের সাথে বিয়ের আগে সেই ছেলে হয়ত আরতিকে বিয়ে করতে চায় নি। আরতির যখন বিয়ে হয়ে গেল তখন সে কান্নাকাটি করতে শুরু করে। আরতিকে ছাড়া সে বাঁচবে না, আত্মহত্যা করবে ইত্যাদি ভড়ং করতে থাক। তার পক্ষ থেকে আগ্রহ দেখেই আরতি সাহস করে সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যেতে পেরেছে।"

সেটা সম্ভব। কিন্তু এতো ভালো একটি বর এবং ঘর ফেলে একটি বুদ্ধিমতি মেয়ে তার পুরানো প্রেমিককে বিয়ে করবার জন্য এতো খানি ঝুঁকি নিতে পারে কিভাবে আমি ভেবে পেলাম না। সেই ছেলে যদি ক'দিন বাদে আবার পিছিয়ে যায়? তখন কি আরতির আমও গেল ছালাও গেল অবস্থা হবে না?

আমরা বেশ কিছুক্ষন নানান ভাবে পর্যালোচনা করেও কোন যুতসই কারণ দাঁড় করাতে পারলাম না। তবে বিদ্যা কথা দিল, দু' এক মাস বাদেই যখন সত্যিটা প্রকাশ পাবে সে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবে।

শুজা রশীদ

কথা সাহিত্যিক, টরন্টো

www.shujarasheed.com